



31821 - হজ্জ বা উমরাতে নয়িত উচ্চারণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত হল হজ্জ ও উমরার ক্ষত্রে নয়িত উচ্চারণ করার গুট রহস্য কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

নয়িতের স্থান হচ্ছে- কলব বা অন্তর। নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে সাব্যস্ত হয়নি যে, তারা কোন ইবাদতের পূর্বে নয়িত উচ্চারণ করছেন। হজ্জ ও উমরার তালবয়্যা নয়িত নয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত। সজোরো নয়িত পড়া কঠনি গুনাহ। সুন্নাহ হচ্ছে- মনে মনে নয়িত করা। কারণ আল্লাহ তাআলা গোপন ও সঙ্গোপনের সবকিছু জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুনঃ তোমরাকতি তোমাদেরে ধার্মিকতা আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যাকিছু আছে সেব আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্ববিশেষে সন্ময়ক জ্ঞাত।” [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কিংবা তাঁর সাহাবীবর্গ কিংবা অনুসরণযোগ্য ইমামদের থেকে ‘নয়িত উচ্চারণ করা’ সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং জানা গেলে যে, এটি শরিয়তে সদিধ নয়। বরং নবপ্রচলিত বদিআত। আল্লাহই তাওফিকদাতা। [ইসলামী ফতোয়াসমগ্র (২/৩১৫)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নামায, তাহরাত (পবিত্রতা), রোজা কিংবা অন্য কোন ইবাদতের ক্ষত্রে নয়িত উচ্চারণ করা বর্ণিত হয়নি। এমনকি হজ্জ-উমরার ক্ষত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন না যে, ‘আল্লাহুম্মা ইন্ননি উরদি কাযা ওয়া কাযা...’ (অর্থ- হে আল্লাহ, আমি অমুক অমুক আমল করার সংকল্প করছি...)।

আল্লাহই ভাল জানেন। এটিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে সাব্যস্ত হয়েছে; আর না তিনি তাঁর কোন সাহাবীকে এটা উচ্চারণ করার নির্দেশে দিয়েছেন। শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, দুবাতা বনিততে যুবাইর (রাঃ) নবী



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালনে যে, তিনি হজ্জ করত চান; তবে তিনি অসুস্থ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি হজ্জ শুরু কর এবং এ শর্ত করে নাও যে, ‘মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- আপনি যখন আমাকে আটকে রাখেন আমি সেখানে হালাল হয়ে যাব)। তখন তুমি তোমার রবের সাথে যে শর্ত করছেন সে শর্ত মোতাবেক হালাল হতে পারবে। এখানে মৌখিক উচ্চারণের বিষয়টি এসেছে যেহেতু হজ্জটা মানতের মত। মানত মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কেননা কোন লোক যদি মনে মনে মানতের নিয়ত করে তাহলে সে মানত সংঘটিত হবে না। যেহেতু হজ্জ পরিপূর্ণ করার দিক থেকে মানতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ শুরু করার সময় এই বাক্য বলে মৌখিকভাবে শর্ত করার নির্দেশে দিয়েছেন: “ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি” (অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা দ্বারা আমি আটকে পড়ি তাহলে যখন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছি সেখানে হালাল হয়ে যাব)।

পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে যে এসেছে, “আমার নিকটে জব্রাইল এসে বলেন: আপনি এই মোবারকময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন: “উমরাতান ফি হাজ্জা” (অর্থ- উমরাসহ হজ্জ) কিংবা “উমরাতান ওয়া হাজ্জা” (অর্থ- হজ্জ ও উমরা)। এর মানে এ নয় যে, তিনি নিয়ত উচ্চারণ করছেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তিনি তাঁর তালবীয়ার মধ্যে হজ্জের প্রকারটি উল্লেখ করছেন। প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ত উচ্চারণ করেননি। [ইসলামী ফতোয়াসমগ্র (২/২১৬)]

আল্লাহই ভাল জানেন।